3. Why is Bṛhādaraṇyakopaniṣad so called ? Bring out the main teachings of the said Upaniṣad.

নামকরণ ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

শিক্ষা—বৃহদারণ্যক উপনিষদে অন্যান্য উপনিষদের মতই প্রধানতঃ ব্রহ্মতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্বের শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে। ব্রহ্ম বা আত্মা জাতি, গুণ, ক্রিয়া বা দ্রব্যের দ্বারা পরিচ্ছেদ্য নয়। তাই কোন ইন্দ্রিয়ই তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না ; বরং ইন্দ্রিয়সমূহের প্রকাশক্ষমতা ব্রহ্মের অস্তিত্বেই সম্ভব। তাই বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে—"আত্মা প্রাণেরও প্রাণ, চক্ষুরও চক্ষু, শ্রোত্রেরও শ্রোত্র, মনেরও মন ("প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো যে মনো বিদুঃ")। ব্রহ্ম জ্যোতিরও জ্যোতি ("জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ")। অবশ্য ব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে প্রকাশস্বরূপ, প্রকাশক নন।

আত্মা বা ব্রহ্ম মহত্তম তথা বৃহত্তম সত্তা, ত্রৈকালিক সত্য বা শাশ্বত এবং উৎপত্তি প্রভৃতি ছটি ভাববিকারের উর্ধ্বে ("অজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ" ৪।৪।২০)। আত্মার কোন কর্মজনিত বৃদ্ধি বা ক্ষয় নেই ("ন বর্ধতে কর্মণা নো কণীয়ান্" ৪।৪।২৩)।

আত্মা প্রকৃতপক্ষে নির্গুণ বলে বিধিমুখে তার উপদেশ দেওয়া যায় না, নিষেধমুখেই উপদেশ দিতে হয়। তাই বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে—"স এষ নেতি নেত্যাত্মা" ৪।৪।১২)। আত্মা বা ব্রহ্ম জরাহীন, মৃত্যুহীন, ভয়হীন ("আত্মাঽজরোঽভয়োঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্ম' ৪।৪।২৫)। সৈন্ধবলবণের মধ্যভাগ ও বহির্ভাগ যেমন অভিন্ন, সবই লবণাক্ত ; তেমনি আত্মারও মধ্য ও বহির্ভাগ বলে কিছু নেই, সবই জ্ঞানময় ("স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এব এবং বা অরেঽয়মাত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব" ৪।৫।১৩)। এই আত্মাকে বা ব্রহ্মকে 'ইহা নয়, ইহা নয়' এরূপ নেতিবাচকভাবেই জানতে হয় (স এষ নেতি নেআত্মা" ৪।৫।১৫)। তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন, তাই তাঁকে ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় না ; তিনি অশীর্য বলে শীর্ণ হন না ; অসঙ্গ বলে কিছুতে

Scanned with CamScanner

আসক্ত হন না ; অবদ্ধ বলে দুঃখ পান না এবং বিকারলাভ করেন না ("অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্যো ন হি শীর্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি" ৪।৫।১৫)। তিনি সকলের বিজ্ঞাতা, তাই তাঁকে কোন কিছু দ্বারা জানা যায় না ("বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" ৪।৫।১৫)। শব্দসামান্যের মধ্যে শব্দবিশেষ যেমন অন্তর্ভুক্ত, তেমনি আত্মারূপসামান্যে জগৎপ্রপঞ্চ অন্তর্ভুক্ত ("স যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্ গ্রহণায়..." ৪।৫।৮)। প্রকৃতপক্ষে আত্মারূপ অধিষ্ঠানে অবিদ্যাবশতঃ জগতের অধ্যাসের ফলেই ভেদবুদ্ধি ঘটে। আত্মসাক্ষাৎকারের ফলে অবিদ্যানাশ ও জগৎ প্রপঞ্চের বিলয় ঘটলে এক অদ্বিতীয় আত্মা বা ব্রহ্মই বিরাজ করে ("স যথা সর্বাসামপাং সমুদ্র একায়নম্" ৪।৫।১২)। এজন্যই এক আত্মাকে জানলেই সব জানা হয়ে যায় ("আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্বং বিদিতম্ ৪।৫।৬)। সব কিছুই প্রকৃতপক্ষে আত্মা বা ব্রহ্ম ("ইদং সর্বং যদয়মাত্মা ৪।৫।৭)। জীবাত্মা ও ব্রহ্ম বা পরমাত্মা একই ("তমেব মন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মাঽমৃতোঽমৃতম্ ৪।৪।১৭)। এরূপ অতি সুন্দরভাবে বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে।

এই আত্মতত্ত্বের প্রসঙ্গে আরো অনেক কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যেগুলি অবিদ্যাচ্ছন্ন সংসারী জীবের পক্ষে প্রয়োজনীয়। বলা হয়েছে যে, জীব বাসনামূলক কর্মের ফল ভোগ করে। সে যেরূপ কর্ম ও আচার অনুশীলন করে সেরূপই হয়। মহৎ কর্মের অনুশীলনে মহৎ হয় আর নিন্দিত কর্মের অনুশীলনে নিন্দিত হয় ("যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি"..., "সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপো ভবতি" ৪।৪।৫)। সকল কামনা বিদূরিত হলে মরণশীল জীব অমরত্ব লাভ করে এবং এই শরীরেই ব্রহ্মভাব লাভ করে ("যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।।" ৪।৪।৭)। মৈত্রীর মুখে উচ্চারিত ভারতাত্মার শাশ্বত বাণী—"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্?"—এর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে ভোগের অসারতার, অনিত্যতার ও বৈরাগ্যের শিক্ষা। আত্মজ্ঞানই অমৃতত্বলাভের একমাত্র উপায় আর তারজন্য উপদেশ দেওয়া হয়েছে আত্মার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের—("আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি" ৪।৫।৬)। শেষে যাজ্ঞবল্ক্যের সন্ন্যাসগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, সর্ব-এষণা ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হবে।

4. Discuss the causes of bondage and the means of attaining salvation in the light of the Br̥hadāraṇyakopaniṣad.

উত্তর। সকল উপনিষদের মত বৃহদারণ্যক উপনিষদেও বলা হয়েছে যে, অবিদ্যা বা অজ্ঞান অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞানই জীবের সংসারচক্রে বন্ধনের কারণ। জীবাত্মা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা ("স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ৪।৪।৫)। কিন্তু অবিদ্যাবশতঃ আমরা তাকে বিজ্ঞান, মন, প্রাণ প্রভৃতি উপাধির সঙ্গে এক বলে ভাবি এবং তাই আত্মাকে বিজ্ঞানময়, মনোময় ইত্যাদি বলে মনে করি। এই হল আত্মার বন্ধন। শঙ্করাচার্য বলেছেন—"যেঽস্য বন্ধনসংজ্ঞকা উপাধিভূতাঃ, যৈঃ সংযুক্তস্তন্ময়োঽয়মিতি বিভাব্যতে..."। এরূপ বন্ধনের ফলে জীব নানা কাম্যবস্তু পাবার কামনায় নানা কাজ করে এবং সেই সব কর্মের ফলভোগের জন্য তাঁকে বার বার জন্মমৃত্যুর সংসারচক্রে আবর্তিত হতে হয়। তাই বলা হয়েছে—"স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি তৎ কর্মকুরুতে

তদভিসম্পদ্যতে" (৪।৪।৫)। ভাষ্যে শঙ্করাচার্যও বলেছেন—"সর্বময়ত্বে অস্য সংসারিত্বে কাম এব হেত্বরিতি।" আরো বলা হয়েছে—জীবের সূক্ষ্মশরীরের অন্যতম অঙ্গ মন যা কামনা করে, কামনাবান জীব কর্মের দ্বারা সেই ফলই লাভ করে। ইহলোকে জীব যে সকল কর্ম করে, লোকান্তরে সেই কর্মের ফলভোগের অবসানে আবার কর্ম অনুষ্ঠানের জন্য জীব সেই লোক থেকে ইহলোকে ফিরে আসে।

"তদেব সক্তঃ সহ কর্মণৈতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষক্তমস্য।
প্রাপ্যান্তং কর্মণস্তস্য যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ম্।।
তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্মণে।।" ৪।৪।৬।।

মোক্ষ অর্থাৎ উক্ত সংসারবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করতে হলে প্রথমেই আত্মার স্বরূপের জ্ঞানলাভের কামনা ছাড়া অন্য সকল কামনা ত্যাগ করতে হবে। তাই বলা হয়েছে—"অথাকাময়মানো যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি।" ৪।৪।৬। অর্থাৎ—যিনি আত্মা ছাড়া অন্য কোন পদার্থকে কাম্য বলে মনে করেন না, যিনি অকাম, নিষ্কাম, প্রাপ্তকাম এবং যিনি ফলের কামনা করেন না, তাঁর প্রাণ পরলোকে উৎক্রমণ করে না এবং তিনি ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মেই লীন হয়ে যান। মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণেও মৈত্রেয়ীর সুবিখ্যাত উক্তি—"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্" ৪।৫।৪—এর মাধ্যমেও সেই ভোগবাসনা বর্জন বা বৈরাগ্যের এবং সেই সঙ্গে মুমুক্ষুত্ব তথা আত্মজ্ঞানলাভের আকুতির প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে। এই উপনিষদে বাসনামুক্তির আবশ্যকতার কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে—"যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ।

অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।।" ৪।৪।৭।।

অর্থাৎ—জীবের হৃদয়ে অবস্থিত কামনাসমূহ যখন দূর হয়ে যায়, তখন মরণশীল জীব অমর হয়ে যায় এবং এই শরীরেই ব্রহ্মভাব লাভ করে।

বাসনানির্মুক্তি, বৈরাগ্য ও মুমুক্ষুত্বের ফলে আত্মজ্ঞানলাভের অধিকারী হলে জীবকে পেতে হবে ব্রহ্মজ্ঞ বা আত্মজ্ঞ একজন যথার্থ গুরু। তারপর চাই শ্রবণ অর্থাৎ গুরুদেবের মুখ থেকে আত্মতত্ত্বপ্রতিপাদক বেদান্তবাক্য মন দিয়ে সাগ্রহে শোনা। তারপরে চাই মনন। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সম্পর্কে গুরুর মুখে শ্রবণের পর বেদান্তানুসারী যুক্তিসমূহের সাহায্যে তার অবিরত চিন্তনই হল মনন। শরীর-যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের বাইরে যত সময় থাকে সেই সমস্ত সময় জুড়েই এরূপ মনন কর্তব্য। মননের পরে চাই নিদিধ্যাসন। দেহাদি বিরুদ্ধ বিষয়ের চিন্তা বর্জন করে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের অবিচ্ছিন্ন চিন্তাপ্রবাহই নিদিধ্যাসন। নিরন্তর বা অবিচ্ছিন্ন গভীর ব্রহ্মধ্যানই নিদিধ্যাসন। এর ফলে একমাত্র পরমার্থ 'বস্তু' রূপে ব্রহ্মের জ্ঞান হয়। মনন ও নিদিধ্যাসন হল অনুভবের অঙ্গ। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুগপৎ অনুষ্ঠিত হলে মুমুক্ষু অধিকারীর ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ঘটে। মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে তাই যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলেছেন—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি, আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদং সর্বং বিদিতম্।" ৪।৫।৬।।

উপরে বর্ণিত উপায়ে ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান লাভ করলে অর্থাৎ নিজেকে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বলে উপলব্ধি করলে জীব মোক্ষলাভ করে ব্রহ্মস্বরূপ বা সচ্চিদানন্দস্বরূপ হয়ে যায়।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ সমাপ্ত

Scanned with CamScanner

৬। যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্।

বচনমিদং বৃহদারণ্যকোপনিষদঃ চতুর্থাধ্যায়স্য পঞ্চমব্রাহ্মণাদুদ্ধৃতম্।

অত্র বিত্তৈষণাসন্ন্যাস উচিত ইতি ব্যজ্যতে।

পুরা যাজ্ঞবল্কস্য ঋষেঃ দ্বে ভার্যে বভূবতুঃ—মৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী চ। তয়োঃ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণা আসীৎ কাত্যায়নী তু সামান্যস্ত্রীজনস্বভাবা। অথ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সন্ন্যাসং লিপ্সুঃ বিত্তেন পত্নীদ্বয়ং সংবিভজ্য প্রব্রজিতুং মৈত্রেয্যাঃ সম্মতিমযাচত। তদা মৈত্রেয়ী ধনপূর্ণয়াপি পৃথিব্যা সা অমৃতা স্যান্নবেতি যাজ্ঞবল্ক্যং পৃষ্টবতী। ততো বিত্তেন অমৃতত্বলাভস্য আশাপি নাস্তীতি প্রতিবচনং দত্তবান্ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। তচ্ছ্রুত্বা মৈত্রেয়ী এবং বিত্তাকাঙ্ক্ষাহীনতাং প্রকাশয়ামাস।

মৈত্রেয়ী আসীদ্ ব্রহ্মবাদিনী। অতঃ সা বিত্তং নাযাচত। বিত্তমনিত্যম্, বিত্তসাধ্যং স্বর্গলোকাদিফলমপি তথৈবানিত্যম্। বিত্তে তৎসাধ্যফলে চ তস্যাঃ আকাঙ্ক্ষা নাস্তি। অমৃতত্বমেব

Scanned with CamScanner

কেবলময়াচত মৈত্রেয়ী। অনেন তস্যাঃ অনিত্যেষু ধনাদিষু যথার্থং বৈরাগ্যং তথা আত্মজ্ঞানলাভে অধিকারিত্বং চাবগম্যতে। যদেব যাজ্ঞবল্ক্যঃ অমৃতত্বসাধনং বেদ তদেব তস্যৈ উপদেষ্টব্যমিতি ভাবঃ।

৭। **আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি।**

বচনমিদং বৃহদারণ্যকোপনিষদঃ চতুর্থাধ্যায়স্য পঞ্চমব্রাহ্মণাদুদ্ধৃতম্।

অত্র বিত্তৈষণাসন্ন্যাস উচিত ইতি ব্যজ্যতে।

পুরা যাজ্ঞবল্কস্য ঋষেঃ দ্বে ভার্যে বভূবতুঃ—মৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী চ। তয়োঃ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণা আসীৎ কাত্যায়নী তু সামান্যস্ত্রীজনস্বভাবা। অথ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সন্ন্যাসং লিপ্সুঃ বিত্তেন পত্নীদ্বয়ং সংবিভজ্য প্রব্রজিতুং মৈত্রেয্যাঃ সম্মতিমযাচত। তদা মৈত্রেয়ী ধনপূর্ণয়াপি পৃথিব্যা সা অমৃতা স্যান্নবেতি যাজ্ঞবল্ক্যং পৃষ্টবতী। বিত্তেন অমৃতত্বলাভস্য আশাপি নাস্তীতি প্রতিবচনং দত্তবান্ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। তদা মৈত্রেয়ী অমৃতত্বসাধনং জ্ঞানমেব তস্মৈ অযাচত। ততঃ সন্তুষ্টো যাজ্ঞবল্ক্যঃ অমৃতত্বসাধনং বৈরাগ্যমুপদিদিক্ষুঃ পতিপুত্রাদিভ্যো বিরাগোৎপাদনায় এবমুপদিষ্টবান্।

"প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রিয়ো বিত্তাৎ" ইত্যাদৌ অস্মিন্নেবোপনিষদি পূর্বং যত্তত্ত্বমুপদিষ্টং তস্যৈব বৃত্তিস্থানীয়মিদং জ্ঞেয়ম্। পত্যুঃ প্রয়োজনায় পতিঃ প্রিয়ো ন ভবতি, আত্মনস্তু প্রয়োজনায়ৈব পতিঃ পত্ন্যাঃ প্রিয়ো ভবতি। এবং জায়াপি পত্যুরাত্মনঃ এব প্রয়োজনায় পত্যুঃ প্রিয়া ভবতি। এবমাত্মনঃ প্রয়োজনায়ৈব পুত্র-বিত্ত-পশু-ব্রহ্ম-ক্ষত্র-দেব-বেদ-ভূতাদিসর্বমেব প্রিয়ং ভবতি, ন তু পুত্রাদীনাং প্রয়োজনায়। অতএব পতিপুত্রাদীনামাত্মার্থত্বেন গৌণং প্রিয়ত্বম্ আত্মনশ্চানৌপাধিক-প্রিয়ত্বেন পরমানন্দত্বং বিজ্ঞেয়ম্। আনন্দস্বরূপে পরমাত্মনি অধিষ্ঠানে অবিদ্যাকল্পিতাঃ পতিপুত্রা-দিবিষয়াঃ প্রিয়াঃ প্রতীয়ন্তে। তত্ত্বত স্তুআত্মৈব প্রিয়ো, নান্যৎ কিঞ্চিৎ। অতঃ পতিপুত্রাদি-সর্বৈষণাপরিত্যাগঃ কর্তব্য ইতি ভাবঃ।

৮। **আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদং সর্বং বিদিতম্।**

বচনমিদং বৃহদারণ্যকোপনিষদঃ চতুর্থাধ্যায়স্য পঞ্চমব্রাহ্মণাদুদ্ধৃতম্।

অত্র বিত্তৈষণাসন্ন্যাস উচিত ইতি ব্যজ্যতে।

পুরা যাজ্ঞবল্কস্য ঋষেঃ দ্বে ভার্যে বভূবতুঃ—মৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী চ। তয়োঃ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণা আসীৎ কাত্যায়নী তু সামান্যস্ত্রীজনস্বভাবা। অথ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সন্ন্যাসং লিপ্সুঃ বিত্তেন পত্নীদ্বয়ং সংবিভজ্য প্রব্রজিতুং মৈত্রেয্যাঃ সম্মতিমযাচত। তদা মৈত্রেয়ী ধনপূর্ণয়াপি পৃথিব্যা সা অমৃতা স্যান্নবেতি যাজ্ঞবল্ক্যং পৃষ্টবতী। বিত্তেন অমৃতত্বলাভস্য আশাপি নাস্তীতি প্রতিবচনং দত্তবান্ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। তদা মৈত্রেয়ী অমৃতত্বসাধনং জ্ঞানমেব তস্মৈ অযাচত। ততঃ সন্তুষ্টো যাজ্ঞবল্ক্যঃ অমৃতত্বসাধনং বৈরাগ্যমুপদিদিক্ষুঃ পতিপুত্রাদিভ্যো বিরাগোৎপাদনায় এবমুপদিষ্টবান্।

ইহ জগতি পতিপুত্রবিত্তাদিকং প্রিয়ং মন্যন্তে অবিদ্যাগ্রস্তা মানবাঃ। কিন্তু যথার্থং চিন্তিতে ইদমেব অবগম্যতে যৎ আত্মনঃ প্রয়োজনায়ৈব সর্বমস্মাকং প্রিয়ং ভবতি, ন তু

Scanned with CamScanner

Enrolment N...

পতিপুত্রবিত্তাদীনাং প্রয়োজনায়। আনন্দস্বরূপে পরমাত্মনি অধিষ্ঠানে অবিদ্যাকল্পিতাঃ পতিপুত্রবিত্তাদিবিষয়াঃ প্রিয়াঃ প্রতীয়ন্তে। তত্ত্বতস্তু আত্মৈব প্রিয়ো ভবতি, নান্যৎ কিঞ্চিৎ। তস্মাদাত্মা এব দর্শনবিষয়মাপাদয়িতব্যঃ ; তথা পূর্বমাচার্যতঃ আগমতশ্চ শ্রোতব্যঃ, পশ্চাৎ তর্কতো মন্তব্যঃ, ততো নিদিধ্যাসিতব্যঃ অর্থাৎ নিশ্চয়েন ধ্যাতব্যঃ। ব্যাখ্যাতঞ্চ শঙ্করাচার্যেণ—যদৈকত্বম্ এতান্যুপগতানি, তদা সম্যগ্ দর্শনং ব্রহ্মৈকত্ববিষয়ং প্রসীদতি, নান্যথা শ্রবণমাত্রেণ। যদ্ ব্রহ্মক্ষত্রাদি কর্মনিমিত্তং বর্ণাশ্রমাদিলক্ষণম্ আত্মন্যবিদ্যাধ্যারোপিতপ্রত্যয়বিষয়ং ক্রিয়াকারকফলাত্মকম্ অবিদ্যাপ্রত্যয়বিষয়ম্ রজ্জ্বামিব সর্পপ্রত্যয়ঃ তদুপমর্দনার্থমাহ—আত্মনি খলু অরে মৈত্রেয়ি, দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্বং বিদিতং বিজ্ঞাতং ভবতি ইতি।

৯। **অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ।**

বচনমিদং বৃহদারণ্যকোনিষদঃ চতুর্থাধ্যায়স্য পঞ্চমব্রাহ্মণাদুদ্ধৃতম্।

অত্র বিত্তৈষণাসন্ন্যাস উচিত ইতি ব্যজ্যতে।

পুরা যাজ্ঞবল্ক্যস্য ঋষেঃ দ্বে ভার্যে বভূবতুঃ—মৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী চ। তয়োঃ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণা আসীৎ কাত্যায়নী তু সামান্যস্ত্রীজনস্বভাবা। অথ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সন্ন্যাসং লিপ্সুঃ বিত্তেন পত্নীদ্বয়ং সংবিভজ্য প্রব্রজিতুং মৈত্রেয্যাঃ সম্মতিমযাচত। তদা মৈত্রেয়ী ধনপূর্ণয়াপি পৃথিব্যা সা অমৃতা স্যান্নবেতি যাজ্ঞবল্ক্যং পৃষ্টবতী। বিত্তেন অমৃতত্বলাভস্য আশাপি নাস্তীতি প্রতিবচনং দত্তবান্ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। তদা মৈত্রেয়ী অমৃতত্বসাধনং জ্ঞানমেব তস্মৈ অযাচত। ততঃ সন্তুষ্টো যাজ্ঞবল্ক্যঃ অমৃতত্বসাধনং বৈরাগ্যমুপদিদিক্ষুঃ পতিপুত্রাদিভ্যো বিরাগোৎপাদনায় এবমুপদিষ্টবান্।

জগতো স্থিতিকালে যথা তথৈব উৎপত্তিকালে চ প্রাক্ উৎপত্তেশ্চ সর্বমিদম্ প্রজ্ঞানঘন আত্মা তথা ব্রহ্মৈবেতি যুক্তং গ্রহীতুম্ ইত্যেতদুচ্যতে।

অত্র অগ্নিবিস্ফুলিঙ্গদৃষ্টান্ত উপন্যস্তঃ। আর্দ্রসমিদ্‌ভিঃ যুক্তাদগ্নেঃ ধূমবিস্ফুলিঙ্গাদয়ো বিনির্গচ্ছন্তি। ধূমাদীনাং বিনির্গমনাৎ প্রাক্ অগ্নেরেকত্বং সুগমমেব। যথা বহ্নৌ তথা ব্রহ্মণ্যপি। নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্য ব্যবহারিকসত্তাবিশিষ্টস্য জগতো ব্রহ্মরূপেঽধিষ্ঠানে অবিদ্যাবশতঃ কল্পনাৎ প্রাক্ চৈতন্যম্ এব অনবচ্ছিন্নম্ অদ্বয়ং ভাসতে। যথা অপ্রযত্নেনৈব পুরুষনিঃশ্বাসো ভবতি তথা নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতমিদং জগৎ মহতো ভূতস্য অর্থাৎ ব্রহ্মণো নিঃশ্বসিতমিব অপ্রযত্নেনৈব উৎপদ্যতে। ন হি জগদুৎপত্তৌ ব্রহ্ম ক্রিয়াশীলং ভবতি সর্বথা তস্য নিষ্ক্রিয়ত্বাৎ। রজ্জৌ সর্পবৎ ব্রহ্মণ্যধিষ্ঠানে অবিদ্যা জগদ্রূপেণ বিবর্তিতা ভবতি। তদেবমেকব্রহ্মবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানং নিশ্চিতমিতি তাৎপর্যম্।।

Scanned with CamScanner

ঝর্ণা ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত 'বৃহদারণ্যকোপনিষদ' গ্রন্থ থেকে   ছাত্রছাত্রীদের এই তথ্য দিতে পেরে আমি মাননীয়া সম্পাদিকা ঝর্ণা ভট্টাচার্য্য র প্রতি কৃতজ্ঞ ।

ধন্যবাদান্তে

অমিত গঙ্গোপাধ্যায়

সংস্কৃতবিভাগ

দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়,বনগাঁ।

Scanned with CamScanner